বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায়
সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর এর সার্বিক কার্যক্রমের বিবরণী

ভূমিকাঃ

বিশ্বব্যাপী সমুদ্রের বুকে সঞ্চিত থাকা অফুরন্ত সম্পদের খোঁজে মানুষ আজ ক্রমাগত সমুদ্রের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। বিশ্ব পরিমন্ডলে তাই ব্লু ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতি বর্তমানে এক আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডের প্রায় সমআয়তনের এক বিস্তীর্ণ সামুদ্রিক জলসীমা এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি। বিগত ২০১২ এবং ২০১৪ সালে প্রতিবেশী দেশসমূহ যথাক্রমে ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির ফলে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ তার মূল ভূখন্ডের ৮১ শতাংশের সমপরিমান অর্থাৎ ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার জলসীমা অর্জন করে। এ বিস্তীর্ণ জলরাশির জলস্তম্ভ, সমুদ্রতল, অন্তমৃত্তিকাকে ঘিরে আবর্তিত আমাদের সুনীল অর্থনীতি। সামুদ্রিক মৎস্য খাত এ সুনীল অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে গিয়ে এ খাতের উপর চাপ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদী সুচিন্তিত বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনা ও তার সঠিক ব্যবস্থপনা প্রয়োজন। মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ এর সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরটি এ গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য নিয়োজিত রয়েছে।

১.০ বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ এর প্রাথমিক তথ্যাদিঃ

ক. উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি : ৭১০ কি. মি.

খ. সামুদ্রিক জলসীমার পরিমান : ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি.

গ. সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা : ২টি, ৩৮৮৬ বর্গ কি.মি

ঘ. উপকূলীয় জেলা : ১৪ টি

ঙ. উপকূলীয় উপজেলা : ৪৯ টি

চ. জেলে সংখ্যা : প্রায় ৫.১৬ লক্ষ

ছ. মোট সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন (২০২০-২১): ৭,০৫,৮৭১ মে.টন

জ. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলারের মৎস্য আহরণ (২০২০-২১): ১,১৯,১২০ মে. টন (১৬.৮৮%)

ঝ. আর্টিসেনাল বোটের মৎস্য আহরণ (২০২০-২১): ৫,৮৬,৭৫১ মে. টন (৮৩.১২%)

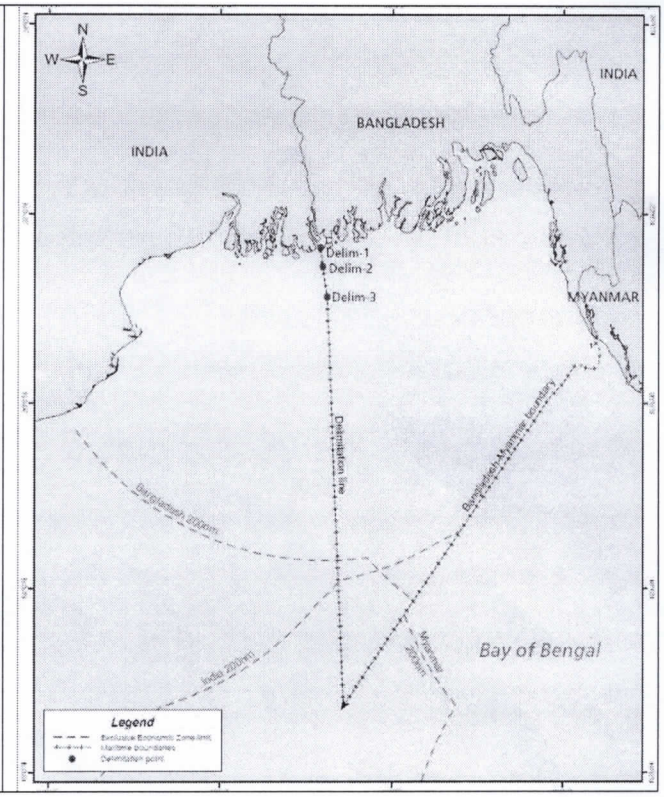

১.১ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রঃ

- সাউথ পাচেস- ৩৪০০ বর্গ কিঃ মিঃ
- সাউথ অব সাউথ পাচেস- ২৮০০ বর্গ কিঃ মিঃ
- মিডল গ্রাউন্ড-৪৬০০ বর্গ কিঃ মিঃ
- সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড- ৩৮০০ বর্গ কিঃ মিঃ

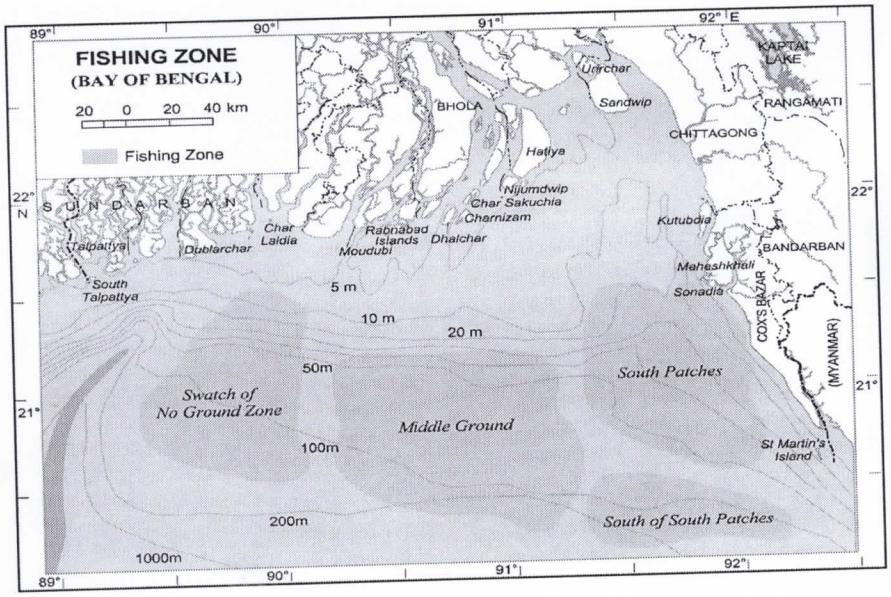

১.২ টেবিল-১: বঙ্গোপসাগরের জীব বৈচিত্র

প্রজাতী	সংখ্যা	প্রজাতী	সংখ্যা
মাছ	৪৭৫	মলাস্ক	৩১০
চিংড়ি	৩৬	কাকড়া	২৮
হাঙ্গর	৫৩	ডলফিন/তিমি	১১
লবস্টার	৮	স্টার ফিশ	২
সেপালোপোড	১৫	সাপ	৮
কাছিম	৫	শৈবাল	৫৬
প্রবাল	১৩	কুমির	৩

১.৩ বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজাতি সমূহঃ

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যের মধ্যে ইলিশ হচ্ছে সর্বোচ্চ আহরিত প্রজাতি। বিগত ২০১৯-২০২০ সনে মোট আহরিত সামুদ্রিক মাছের প্রায় ৪৫% ইলিশ আহরিত হয়। এছাড়া অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে ছুরি, পোয়া, লইট্টা, ক্যাট ফিশ, ম্যাকারেল, রুপঁচাদা, চিংড়ি ইত্যাদি অন্যতম।

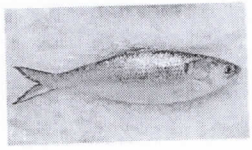
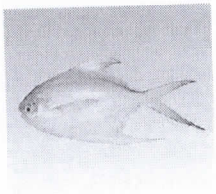
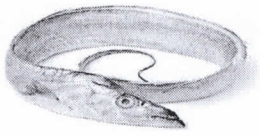
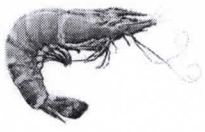

২.০ সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরঃ

বাংলাদেশের সুবিশাল জলরাশির গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থায়িত্বশীল আহরণ নিশ্চিত করে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর বিভাগ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। বিভাগটি একপর্যায়ে শিল্প বিভাগের অধীনস্থ একটি দপ্তর হিসেবে পরিচালিত হয়। অবশেষে বাস্তব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এর অধিনস্ত একটি দপ্তর হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এটি বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার ও মৎস্য নৌযান কর্তৃক সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জলসীমায় মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন আইন ও বিধি মোতাবেক সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ কর্মকান্ডসহ এর ব্যবস্থাপনাগত কার্যক্রম পরিচালনা করাই এ দপ্তরের প্রধান উদ্দেশ্য।

ছবিঃ সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

২.১ সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের কার্যক্রমঃ

- ফিশিং লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন, ট্রলারের মালিকানা ও নাম পরিবর্তন;
- বাণিজ্যিক ট্রলারের অনুকূলে মৎস্য আহরণের অনুমতি (Sailing Permission) প্রদান;
- বাণিজ্যিক ট্রলারসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন এবং আহরিত মৎস্যের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ;
- সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০ এবং সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ;
- IUU ক্যাচ সার্টিফিকেট ইস্যুকরণ;
- স্কীপার, ইঞ্জিনিয়ার,ক্যাডেট, কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দের পরিচয়পত্র প্রদান;
- সচেতনতা সভা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সামুদ্রিক মৎস্য বান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ;
- অবৈধ ট্রলার অনুপ্রবেশ ও নন-কমপ্লায়েন্স প্রতিরোধে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সহযোগে যৌথ অভিযান পরিচালনা
- জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে কোস্ট গার্ড এর সমন্বয়ে যৌথ অভিযান পরিচালনা;

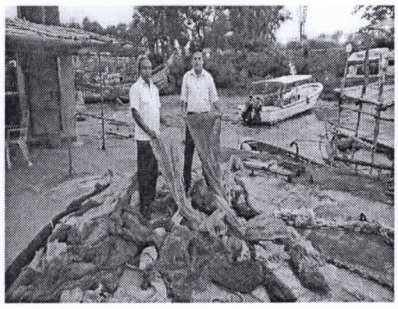

ছবিঃ সাগরে অভিযান পরিচালনা, অবৈধ জাল আটক, মৎস্যজীবিদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ

৩.০ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার আইনি ভিত্তিঃ

সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নে আইনি সুরক্ষা হিসেবে বিদ্যমান সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ-১৯৮৩ রহিতকরণপূর্বক সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০_প্রণয়ন করা হয়। গত ১৬.১১.২০২০খ্রি. তারিখ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে আইনটি পাশ হয় এবং সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন-২০২০ নামে আইনটি অভিহিত হইবে।

- ❖ আইনটির মোট ১২টি অধ্যায় এবং ৬৪টি ধারা আছে।
- ❖ এ আইনে পরিচালক বলতে মৎস্য অধিদপ্তরের কোনো পরিচালক;
  ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মৎস্য অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা;
  দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলতে পরিদর্শক পদমযাদার নিম্নে নয় মৎস্য অধিদপ্তরের এরূপ কর্মকর্তা, পেটি অফিসারের নিম্নে নয় নৌ বাহিনী বা কোস্টগার্ডের সদস্য, যে কোন শুল্ক কর্মকর্তা বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কর্মকর্তা বুঝাইবে
- ❖ এ আইনে সামুদ্রিক মৎস্য নৌযান সমূহকে মূলত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।
  যেমন: ১। আর্টিসনাল নৌযান, ২। যান্ত্রিক নৌযান ও ৩। বাণিজ্যিক ট্রলার।

  আর্টিসনাল মৎস্য নৌযান বলতে কোন মৎস্য নৌযান যাহার ধারণ ক্ষমতা নেট ১৫(পনেরো) টন বা তাহার নীচে;
  যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান বলতে ট্রলিং বা লংলাইনিং বা পার্সেনিং পদ্ধতি ব্যতীত ইঞ্জিন চালিত কোন মৎস্য নৌযান যাহার ধারণ ক্ষমতা নেট ১৫(পনেরো) টন এর বেশী;
  বাণিজ্যিক ট্রলার বলতে ট্রলিং বা লংলাইনিং বা পার্সেনিং পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণে সক্ষম কোন মৎস্য নৌযান;

- ❖ বাণিজ্যিক ট্রলার ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান পরিচালনার জন্য লাইসেন্স নিতে হবে। লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে ২ বছর। তবে আর্টিসনাল মৎস্য নৌযানের জন্য কোন লাইসেন্স লাগবে না। তবে সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য আর্টিসনাল মৎস্য নৌযান এর মৎস্য আহরণের অনুমতিপত্র লাগবে। নৌযানের লাইসেন্স বা অনুমতি পত্র পরিচালক ইস্যু করবেন।
- ❖ এছাড়া আইনে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকা ঘোষণা, নৌযানের শ্রেণী ও সংখ্যা নির্ধারণ, লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া, মেরিকালচার এলাকা ঘোষণা, অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত (Illegal, Unreported, Unregulated) মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ, সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকায় মৎস্য শিকার, ড্রেজিং ইত্যাদি নিষিদ্ধ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুমতি, মৎস্য আহরণের নিষিদ্ধ পদ্ধতি, যে কোন অপরাধ ও তার দন্ডের বিষয়সমূহ উল্লেখ রয়েছে।
- ❖ সরকার, বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ব্যতীত, তাহার যেকোন ক্ষমতা মহাপরিচালককে, মহাপরিচালক তাহার ক্ষমতা অতিরিক্ত মহাপরিচালককে বা পরিচালককে এবং পরিচালক তাহার ক্ষমতা শর্ত সাপেক্ষে যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পন করিতে পারিবেন।
- ❖ লাইসেন্স ব্যতীত মৎস্য আহরণ করলে অনধিক ৩ বছর কারাদন্ড বা অনধিক ১(এক) কোটি টাকা জরিমানা দন্ড তবে এক তৃতীয়াংশের কম নয় বা উভয় দন্ড এবং মৎস্য নৌযান বাজেয়াপ্ত হইবে।
- ❖ এ আইনের মোট ৬(ছয়)টি স্থানে পরিচালক কর্তৃক প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের বিধান রয়েছে এবং ১(এক) স্থানে পরিচালক কর্তৃক সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্র স্থগিত রাখার বিধান রাখা হয়েছে।
- ❖ এ আইনে মোট ১৩(তেরো)টি স্থানে আদালত কর্তৃক জেল ও জরিমানা দন্ড আরোপ এর বিধান রাখা হয়েছে।
- ❖ এ আইনে দন্ডনীয় অপরাধের বিচার প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য্য হইবে।
- ❖ মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯ এর তফসিলভূক্ত হওয়া সাপেক্ষে মোবাইল কোর্ট দন্ড আরোপ করিতে পারিবে।
  সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০ এর অধীন সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা প্রণয়নের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে।

৪.০ সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

৪.১ মৎস্য নৌযানের লাইসেন্স প্রদান করাঃ

বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারের লাইসেন্সঃ

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় বা গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য প্রতিটি বৈধ ট্রলার বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইসেন্স গ্রহন এবং আর্টিসনাল নৌযানের জন্য মৎস্য আহরণের অনুমতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক। সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০ এর ধারা ৮ এর উপধারা (১) এ বাণিজ্যিক ট্রলারের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ফিশিং লাইসেন্স ইস্যুকরণের ক্ষমতা পরিচালক (সামুদ্রিক) এর উপর ন্যস্ত করা হয়।
সরকার কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অনুকূলে ক্যাটাগরি নির্ধারণপূর্বক বিদেশ হতে ট্রলার আমদানি বা ক্রয়ের অথবা দেশে নতুন ট্রলার নির্মাণের অনুমতি প্রদান করে। উক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রোফরমা ইনভয়েজ অনুমোদন সাপেক্ষে ট্রলার আমদানি/নির্মাণ/ক্রয়পূর্বক প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সনদ প্রাপ্তির জন্য নৌ বাণিজ্য দপ্তরে আবেদন করে থাকে। দি বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী নৌ বাণিজ্য দপ্তর সংশ্লিষ্ট ট্রলারের অনুকূলে **রেজিস্ট্রেশন (Certificate of Registration-COR)** ও **ফিটনেস সনদ (Certificate of Inspection-COI)** ইস্যু করে।

অতঃপর নির্ধারিত লাইসেন্স ফি ও ভ্যাট চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করে পরিচালক (সামুদ্রিক) বরাবর প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হয়। মালিক/সংস্থার আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট ভেসেলের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট যাচাই সাপেক্ষে পরিচালক উক্ত ট্রলারের অনুকূলে **ফিশিং লাইসেন্স** ইস্যু করে থাকেন।

প্রতিটি ফিশিং লাইসেন্সের মেয়াদ দুই বছর এবং লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে পুনরায় লাইসেন্স নবায়নের জন্য পরিচালক বরাবর আবেদন করতে হয়। বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০ এর আওতায় সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা প্রণয়ন না হওয়ায় সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা-১৯৮৩ এর আওতায় লাইসেন্সিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে ফিশিং এ নিয়োজিত মোট লাইসেন্স প্রাপ্ত ট্রলার ১৯৯টি।

টেবিল-২: বাণিজ্যিক ট্রলার বহরে নিয়োজিত ট্রলারের ক্যাটাগরি ভিত্তিক সংখ্যা

ট্রলারের ধরন	সর্বমোট ট্রলারের সংখ্যা	ফিশিং এ নিয়োজিত	ফিশিং এ নিয়োজিত নেই	
			লাইসেন্স নবায়ন করা হয়নি	ডুবে যায়, নিখোজ, স্ক্র্যাপকৃত
চিংড়ি ট্রলার	৩৭ টি	৩২ টি	০২ (এইচ. এম-১, এইচ. এম-২)	৩টি (বন্ধন, সালসাবিল ও যানজাবিল)।
বটম ট্রলার	৫৯ টি	৪৬টি	০২ (ঢাকা, চট্টগ্রাম)	১১টি (চন্দনা, জুবেরী, কোহিনুর-১, ওশেন এক্সপ্লোরার্স ওশেন-৪, গলদা, বাগদা, মীন সন্ধানী, রাঙ্গা চৌক্কা, এস টি চৌধুরী, বাটা)।
মিডওয়াটার রুপান্তরিত	৬৮ টি (৬৭+১)	৬৮টি	-	-
মিডওয়াটার	৫৭ টি	৫৭ টি	-	-
ট্রায়াল ট্রিপ (বটম)	৪১ টি কাঠবডি-৩৫ স্টীল বডি-৬	৩১ টি	-	১০ টি (ওরিয়ন-১, ড্রীম সী-১, গোল্ড সী-১, আন্নাওয়াহলোয়ান, চম্পা, তোহফা, মায়া-৩, এস এস সী ষ্টার-১ মুন স্টার ও শাহবদর-২)।
সর্বমোট =	**২৬২ টি**	**২৩৪ টি**	**০৪ টি**	**২৪ টি**

যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান ও আর্টিসনাল মৎস্য নৌযানের লাইসেন্সিংঃ

বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প এর জরীপ অনুযায়ী জুন ২০১৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত দেশের মোট যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান সংখ্যা ৩২৮৫৯টি

তবে সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০ অনুযায়ী বাণিজ্যিক ট্রলার ব্যতীত সকল মৎস্য নৌযানকে নিম্নরুপ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়-

যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান বলতে ট্রলিং বা লংলাইনিং বা পার্সেনিং পদ্ধতি ব্যতীত ইঞ্জিন চালিত কোন মৎস্য নৌযান যাহার ধারণ ক্ষমতা নেট ১৫(পনেরো) টন এর বেশী;

আর্টিসনাল মৎস্য নৌযান বলতে কোন মৎস্য নৌযান যাহার ধারণ ক্ষমতা নেট ১৫(পনেরো) টন বা তাহার নীচে;

যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান

সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০ অনুযায়ী সমুদ্র ও উপকূলীয় জলসীমানায় মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের লাইসেন্স থাকা আবশ্যক। নৌ বাণিজ্য দপ্তর হতে রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন (ফিটনেস সার্টিফিকেট) প্রাপ্তি সাপেক্ষে ও নির্ধারিত লাইসেন্স ফি ও ভ্যাট পরিশোধপূর্বক যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের অনুকূলে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে হয়। ফিশিং লাইসেন্স নবায়নের জন্য শুধুমাত্র হালনাগাদ ফিটনেস সার্টিফিকেট, নির্ধারিত লাইসেন্স নবায়ন ফি ও ভ্যাট পরিশোধ পূর্বক আবেদন করতে হয়।

আর্টিসনাল মৎস্য নৌযান

সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০ অনুযায়ী প্রত্যেক আর্টিসনাল নৌযানকে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় মৎস্য আহরণের জন্য সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের পরিচালকের নিকট হতে অনুমতিপত্র গ্রহনের বাধ্যবাধকা রয়েছে। এ আইনের অধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের জন্য নিদিষ্ট ফি পরিশোধ সাপেক্ষে আর্টিসনাল মৎস্য নৌযান এর অনুমতিপত্র গ্রহনের উল্লেখ রয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০ এর আওতায় সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা প্রণীত না হওয়ায় বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা-১৯৮৩ অনুযায়ী সকল যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের (যান্ত্রিক ও আর্টিসনাল) লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে।

সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা-১৯৮৩ অনুযায়ী যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের লাইসেন্সঃ

সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা-১৯৮৩ অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান এর সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর হতে ফিশিং লাইসেন্স গ্রহন বাধ্যতামূলক করা হয়। এক্ষেত্রে নৌ বাণিজ্য দপ্তর হতে রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সনদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নির্ধারিত ফি ও ভ্যাট চালানে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করে নির্ধারিত ফরমে পরিচালক(সামুদ্রিক) বরাবর ফিশিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে হয়। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর হতে সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক পরিচালক(সামুদ্রিক) নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী ফিশিং লাইসেন্স বই ইস্যু করে থাকেন। বর্তমানে প্রতিটি ফিশিং লাইসেন্সের মেয়াদ স্বাক্ষরের তারিখ হতে ১ বছর বহাল থাকে।

টেবিল-৩: সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স সংখ্যা

ক্র নং	অর্থবছর	যান্ত্রিক নৌযান লাইসেন্স প্রদান সংখ্যা (নতুন ও নবায়ন) (টি)	মন্তব্য
১	২০১৭-২০১৮	১৫৬১টি	
২	২০১৮-২০১৯	১৩০০টি	
৩	২০১৯-২০২০	১৪৫৬টি	
৪	২০২০-২০২১	১৪০২টি	

৩০ জুন ২০২১ খ্রি. পযন্ত সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক সর্বমোট **৫৭১৯** টি যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইসেন্স ইস্যু করা হয়।

৪.২ বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারের সমুদ্রযাত্রার অনুমতিপত্র (Sailing Permission-SP) ইস্যু করাঃ

সাগরে মৎস্য আহরণে যাওয়ার পূর্বে প্রতিটি বাণিজ্যিক ট্রলারের অনুকুলে নির্ধারিত ফি পরিশোধ করত: সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর হতে সমুদ্রযাত্রার অনুমতিপত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নৌ বাণিজ্য দপ্তর হতে জারীকৃত সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন এ অনুমোদিত মেয়াদ ও শর্তপূরণ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর প্রতি ট্রিপে সমুদ্রযাত্রার অনুমতি প্রদান করা হয়ে থাকে। ফ্রিজার ট্রলারগুলোর ক্ষেত্রে প্রতি ট্রিপে সর্বোচ্চ ৩০ দিন এবং নন-ফ্রিজার ট্রলারগুলোকে প্রতি ট্রিপে সর্বোচ্চ ১৫ দিনের জন্য সমুদ্রযাত্রার অনুমতি প্রদান করা হয়।
ফ্রিজিং ট্রলারের মৎস্য আহরণ ফি ২০০০/- এবং নন-ফ্রিজিং ট্রলার এর মৎস্য আহরণ ফি ১৫০০/-।
সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০ এর আলোকে সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা-২০২১ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত খসড়া বিধিমালায় সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্র বিষয়ে নিম্নরুপ বিধি রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে- মৎস্য আহরণে প্রতিবার সমুদ্রযাত্রার সর্বোচ্চ মেয়াদ হইবে (i) ফ্রিজার ট্রলারের ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) দিন, (ii) নন-ফ্রিজার/আইস ট্রলারের ক্ষেত্রে ১৩ (তের) দিন, (iii) যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে ১০ (দশ) দিন; তাছাড়া আহরিত মৎস্য খালাসের পর এবং সমুদ্র যাত্রার অনুমতি পত্রের মেয়াদ শেষে কেবল সমুদ্র যাত্রার অনুমতি পত্রের কার্যকারিতা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরবর্তী সমুদ্র যাত্রার আবেদন করিতে পারিবে;

৪.৩ বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার পরিদর্শন করাঃ

বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় বর্তমানে মোট ২৩৪টি বাণিজ্যিক ট্রলার মৎস্য আহরণে নিয়োজিত আছে। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণ এসব ট্রলারের মৎস্য আহরণ কার্যক্রম পরিদর্শন ও তদারকি করে থাকেন। সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০ এর ধারা ৩৩ এবং সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা-১৯৮৩ এর বিধি-৭ এর উপবিধি(আই)মোতাবেক মৎস্য অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে মৎস্য অবতরণ ও প্রাক জাহাজীকরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল মৎস্য নৌযান/ট্রলারের সমুদ্রযাত্রার পূর্বে ও মৎস্য আহরণ শেষে বন্দরে প্রত্যাবর্তনের পর সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণ উক্ত ট্রলার সমূহ পরিদর্শন করে থাকেন। সাধারণ ট্রলার সমূহ মৎস্য আহরণ শেষে বন্দরে প্রত্যাবর্তনকালীন সংশ্লিষ্ট সংস্থা সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে একটি **আগমনী বার্তা** দাখিল করতে হয়। উক্ত আগমনী বার্তা পাওয়ার পর সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর হতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত কর্মকর্তা/কর্মকর্তাগণ উক্ত ট্রলারে সরেজমিনে পরিদর্শন করে থাকেন এবং পরিদর্শন শেষে পরিচালক(সামুদ্রিক) এর বরাবরে একটি **পরিদর্শন প্রতিবেদন** দাখিল করে থাকেন।

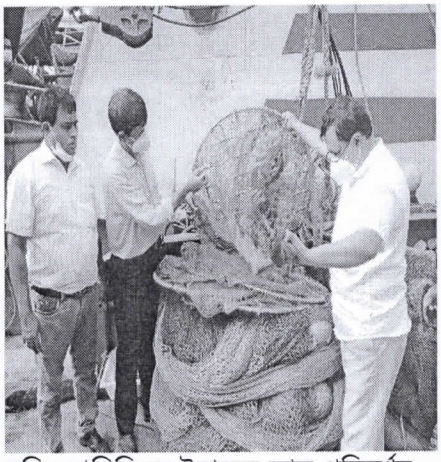
ছবিঃ বাণিজ্যিক ট্রলারের জাল পরিদর্শন

৪.৪ যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান মনিটরিংঃ

কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী পতেঙ্গা এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরাধীন দেশের একমাত্র মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্টটি অবস্থিত। উক্ত চেকপোস্টের মাধ্যমে কর্ণফুলী নদী দিয়ে মৎস্য আহরণের জন্য সমুদ্রগামী সকল যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান সমূহের আহরণ কার্যক্রম মনিটরিং, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী পরিচালনা করা হয়ে থাকে। মনিটরিংকালে মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সনদ ও মৎস্য লাইসেন্স যাচাই করা হয়। এছাড়া মৎস্য আহরণের জন্য অনুমোদিত জালের প্রকৃতি, সংখ্যা, জালের ফাঁস ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা হয়। উক্ত পরিদর্শনকালে নৌযান কর্তৃক সংঘটিত যে কোন নন-কমপ্লায়েন্স বিষয়ে সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০ ও সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা-১৯৮৩ অনুযায়ী জরিমানা ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়।

৪.৫ মৎস্য নৌযান কর্তৃক সংঘটিত নন-কমপ্লায়েন্স এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করাঃ

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের পরিদর্শক টিম কর্তৃক বাণিজ্যিক ট্রলার সমূহ পরিদর্শন কালে কোন নন কমপ্লায়েন্স সংঘটনের বিষয় পরিলক্ষিত হলে উক্ত টিমের পরিদর্শন প্রতিবেদনে তা প্রতিফলিত হয় । সে অনুযায়ী পরিচালক(সামুদ্রিক) সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে কারণ দর্শানো পত্র প্রেরণ করে থাকেন। সংস্থা হতে প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হলে পরিচালক(সামুদ্রিক) সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০ এবং সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা-১৯৮৩ অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করে থাকেন। এছাড়া সমুদ্রে মৎস্য আহরণকালে বাণিজ্যিক ট্রলার ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান কর্তৃক সংঘটিত যে কোন নন-কমপ্লায়েন্স বিষয়ে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনের ওপর পরিচালক(সামুদ্রিক) কর্তৃক যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করে হয়ে থাকে।

টেবিল-৪: পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারীমূলক (MCS) কার্যক্রম

ক্র নং	অর্থবছর	পরিদর্শন(টি)		জরিমানাকৃত নৌযান/ট্রলার সংখ্যা		জরিমানার টাকা (লক্ষ টাকা)
		যান্ত্রিক নৌযান	বাণিজ্যিক ট্রলার	যান্ত্রিক নৌযান	বাণিজ্যিক ট্রলার	
১	২০১৭-২০১৮	-	-	৪৮	৪৪	২৮.৯০
২	২০১৮-২০১৯	২৯৭	৭৪৯	৬২	৫৪	৩২.৭৩
৩	২০১৯-২০২০	৩৯৯	৪৯৬	৫০	৪৯	৪৮.৫৭
৪	২০২০-২০২১	৩৯২	৫২০	২৭	২৮	২৯.৬৫

৪.৬ বাণিজ্যিক ট্রলারের আহরণ সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণ করাঃ

প্রতিটি বাণিজ্যিক ট্রলার তার ভয়েজ কালীন আহরিত মাছের তথ্য উপাত্ত সুনির্দিষ্ট লগ শীটে সংরক্ষণ করে থাকে। প্রতিটি ভয়েজ শেষে পরবর্তী সমুদ্রযাত্রার অনুমতিপত্রের আবেদনের সাথে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে উক্ত ক্যাচ ডাটা সরবরাহ করে থাকে। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর প্রতিটি ট্রলারের ক্যাচ ডাটা সমূহ সংরক্ষণ করে থাকে এবং বাণিজ্যিক ট্রলার কর্তৃক বাৎসরিক মৎস্য আহরণ নিরুপন করে থাকে।

টেবিল-৫: সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন চিত্র

অর্থবছর	আর্টিসনাল বোট (মে.টন)	বানিজ্যিক ট্রলার (মে.টন)	মোট (মে.টন)
২০১৬-১৭	৫,২৮,৯৯৭	১,০৮,৪৭৯	৬,৩৭,৪৭৬
২০১৭-১৮	৫,৩৪,৬০০	১,২০,০৮৭	৬,৫৪,৬৮৭
২০১৮-১৯	৫৫২৬০৯	১,০৭,৩০২	৬,৫৯,৯১১
২০১৯-২০২০	৫,৫৫,৭৫০	১,১৫,৩৫৫	৬,৭১,১০৪
২০২০-২০২১	৫,৮৬,৭৫১	১,১৯,১২০	৭,০৫,৮৭১

৪.৭ বিভিন্ন সংস্থার বিরুদ্ধে সরকার এর পক্ষে মামলা কার্যক্রম পরিচালনা করাঃ

ট্রলারের লাইসেন্স প্রাপ্তি, ট্রলারের প্রতিস্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে বর্তমানে ১২৮টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। উক্ত মামলা সমূহের মধ্যে ৩১টি আপিল বিভাগে এবং ৯৭টি মামলা হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে। এসব মামলায় সরকার পক্ষে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর আইনি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

টেবিল-৬: মহামান্য হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে রিট মামলা সমূহের ক্যাটাগরি ভিত্তিক তালিকা

ক্রমিক নং	মামলার প্রকার	মামলার সংখ্যা	হাইকোর্টে বিচারাধীন	আপীল প্রস্তাবিত	আপীল বিচারাধীন	সরকার পক্ষে রায়/ নিষ্পত্তি	মন্তব্য
১	মহামান্য হাইকোর্টের ট্রলার ভিত্তিক মৎস্য আহরণের আদেশপ্রাপ্ত কিন্তু অস্তিত্ব নেই	৫৬	০৬	০২	০৪	৪৪	বর্তমানে (৩৮+৫৯+৩১) =১২৮ টি মহামান্য হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে চলমান রয়েছে।
২	হাইকোর্টের নির্দেশে ট্রায়াল পারমিশনে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত	৩৭	১০	১৯	০৮	-	
৩	প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত	৩০	০৬	১১	-	১৩	
৪	হাইকোর্টের আদেশে স্থায়ী লাইসেন্স	৩৩	-	১০	১৭	০৬	
৫	হাইকোর্টের নির্দেশে অস্থায়ী লাইসেন্স	০৬	-	০৫	০১	-	
৬	স্কুইড জিগার ও পার্সেইনার সংক্রান্ত	০৮	০৩	০৪	-	০১	
৭	বিবিধ মামলা	২৪	১০	০৫	-	০৯	
৮	লাইসেন্সের সম্মতিপত্র বাতিল	০৭	০৩	০৩	০১	-	
সর্ব মোট		২০১	৩৮	৫৯	৩১	৭৩	

৪.৮ সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করাঃ

সামুদ্রিক মৎস্য আইন, সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের আচরণবিধি (Code of Conduct For Responsible Fisheries-CCRF), বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, বিধি, নীতিমালা বিষয়ে সামুদ্রিক মৎস্যের সাথে সম্পর্কিত অংশীজনদের মাঝে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সচেতন সভার আয়োজন করে থাকে।

৪.৯ যৌথ ক্যাম্প পরিচালনার মাধ্যমে লাইসেন্সিং:

যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিশিং লাইসেন্স প্রদান সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নৌ-বানিজ্য দপ্তর এবং সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর যৌথ উদ্যোগে নিয়মিত যৌথ ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়।

টেবিল-৭: যৌথ ক্যাম্পে প্রদানকৃত লাইসেন্স সংখ্যা

ক্র নং	অর্থবছর	যৌথক্যাম্প সংখ্যা	যান্ত্রিক নৌযান লাইসেন্স সংখ্যা (টি)
১	২০১৭-২০১৮	০৪টি	৫০৩টি
২	২০১৮-২০১৯	০৬টি	৪৩৩টি
৩	২০১৯-২০২০	০৩টি	২৬৩টি
৪	২০২০-২০২১	-	-

৪.১০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) বাস্তবায়নঃ

২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের জন্য মোট ০৬টি কাযক্রম ও ০৬টি সূচকে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে পরিচালক(সামুদ্রিক) এর সাথে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত কার্যক্রম সমূহ হচ্ছে- বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের মৎস্য আহরণ কার্যক্রম মনিটরিং, IUU Catch Certificate কমপ্লায়েন্স সম্পর্কিত নির্ধারিত ট্রলার, গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ জরীপের লক্ষ্যে ক্রুজ পরিচালনা, সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা।

টেবিল-৮: সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০২০-২১ অর্থ বছরের **APA** অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুন, ২০২১খ্রি.)

কার্যক্রম	কর্ম সম্পাদন সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২০-২১	মাসিক অর্জন (জুন /২১)	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন (সংখ্যা	শতকরা (%)
[১.৭] বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	[১.৭.১] প্রদান/ নবায়নকৃত ট্রলারের লাইসেন্স	সংখ্যা	২০.০০	১৯০	১	১৯৬	১০৩.১৬%
[১.৮] যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	[১.৮.১] প্রদান/ নবায়নকৃত মৎস্য নৌযানের লাইসেন্স	সংখ্যা	২০.০০	১৩৫০	৪০	১৪০২	১০৩.৮৫%
[১.৯] বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের মৎস্য আহরণ কার্যক্রম মনিটরিং	[১.৯.১] পরিদর্শনকৃত ট্রলার ও নৌযান	সংখ্যা	১৫.০০	৯০০	০০ (ট্রলার) + ০০ (নৌযান)	৯১২	১০১.৩৩%
[১.১০] IUU Catch Certificate কমপ্লায়েন্স সম্পর্কিত নির্ধারিত ট্রলার	[১.১০.১] পরিদর্শনকৃত ট্রলার ও নৌযান	সংখ্যা	১০.০০	৩০	০	৩১	১০৩.৩৩%
[১.১১] গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ জরীপের লক্ষ্যে ক্রুজ পরিচালনা	[১.১১.১] সম্পাদিত ক্রুজ	সংখ্যা	১০.০০	৬	২	৬	১০০%
[১.১২] সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা	[১.১২.১] ঘোষিত সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা	সংখ্যা	-	-	-	-	

৫.০ মেরিন ফিশারিজ সার্ভেলেন্স চেক পোস্টঃ

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী পতেঙ্গাস্থ মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্টটি পরিদর্শন করা হয়। সমুদ্র ও উপকূলীয় জলাশয়ে যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান কর্তৃক মৎস্য আহরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী এবং অবৈধ মৎস্য আহরণ বন্ধে ১৯৮৪ সালে দেশের একমাত্র সার্ভেল্যান্স চেকপোস্টটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। কর্ণফুলী নদী হতে সমুদ্রগামী সকল যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরাধীন সার্ভেল্যান্স চেকপোস্টের একমাত্র পন্টুন এর মাধ্যমে পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করা হয়ে থাকে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের চট্টগ্রাম কন্টেইনার টার্মিনাল (CCT)

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ১১নং পতেঙ্গা এলাকা হতে নিকটবর্তী ১৫ নং পূর্ব পতেঙ্গা এলাকায় সমপরিমান জায়গায় চেকপোস্টটি স্থানান্তর করা হলে নতুন জায়গায় চেকপোস্টের ভবনসমূহ পুর্ননির্মান করা হয়। তবে পুরাতন চেকপোস্ট এলাকা হতে পন্টুনটি অদ্যাবধি নতুন চেকপোস্ট এলাকায় স্থানান্তর করা হয়নি। এতে মৎস্য নৌযান চেকিং কার্যক্রম প্রায়শঃ বিঘ্নিত হয়।

মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্টের মূল কার্যক্রমঃ

- যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইসেন্স চেকিং, পরিদর্শন এবং মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ;
- যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন , ফিটনেস সনদ এবং ফিশিং লাইসেন্স এর অবস্থা মনিটরিং ও ব্যবস্থা গ্রহণ;
- নৌযানের সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশনে উল্লিখিত আবশ্যকীয় সরঞ্জামাদির উপস্থিতি যেমনঃ- লাইফ সেভিং সামগ্রী, অগ্নিনির্বাপণ এবং নেভিগেশন সরঞ্জামাদি পর্যবেক্ষণ করা হয়;
- মৎস্য আহরণের জন্য অনুমোদিত জালের প্রকৃতি, সংখ্যা ও জালের ফাঁস পর্যবেক্ষণ;
- চেকিংকালে নৌযানে কোনরূপ নন-কপম্লায়েন্স যথা- অনুমোদিত আকারের চেয়ে ছোট ফাঁসের জাল, কিংবা অবৈধ কোন সরঞ্জাম পেলে তাৎক্ষণিক জব্দশ সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় জরিমানা ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়;
- ফিশিং লাইসেন্স কিংবা লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ন হলে নতুন লাইসেন্স ইস্যু/নবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।

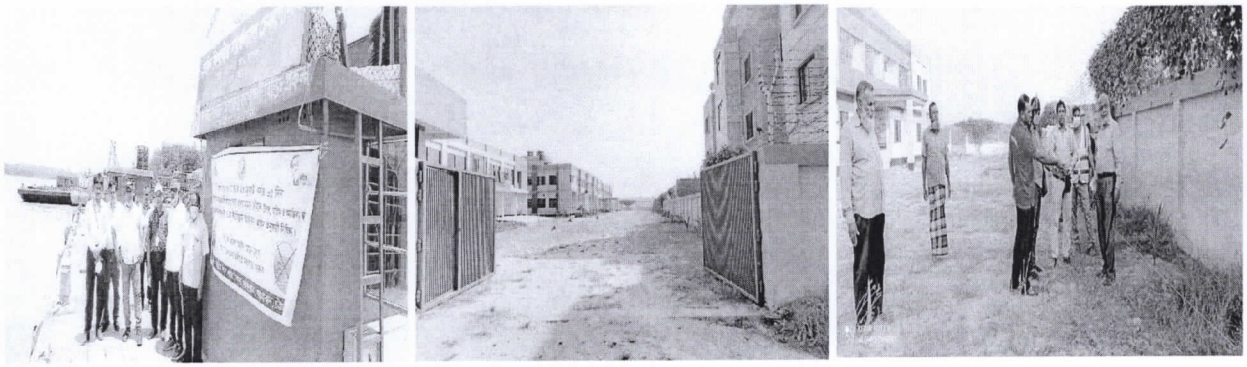

ছবিঃ ১ম- পুরাতন চেক পোস্টের পন্টুন, ২য়- নতুন চেকপোস্টের ভবন সমূহ, ৩য়- নতুন চেকপোস্টের রাস্তার লে-আউট প্রদান

৬.০ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রমঃ

৬.১ প্রজনন মৌসুমে Ban Period বাস্তবায়ন:

প্রতি বৎসর ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন মৎস্য ও চিংড়ির প্রজনন প্রক্রিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিতকরণ নিমিত্ত সকল ধরনের ফিশিং ভেসেল কতৃক সকল প্রকার মৎস্য ও ক্রাস্টাসিয়ান আহরণ নিষিদ্ধের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। বিগত ২০১৫ খ্রিঃ থেকে সকল বাণিজ্যিক ট্রলার কর্তৃক বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং ২০১৯ সাল হতে সকল প্রকারের মাছ ধরার ভেসেল (আর্টিসনাল বোট ও বাণিজ্যিক ট্রলার) কর্তৃক উক্ত মৎস্য আহরণের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়িক হয়ে আসছে।

৬.২ ভরা প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন:

প্রতি বছর আশ্বিনের ভরা পূর্ণিমার ০৪দিন পূর্ব হতে পূর্ণিমার পর ১৭দিন সহ মোট ২২দিন ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে দেশ ব্যাপী মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় সকল ধরণের বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমার মৎস্য আহরণ এলাকা হতেও সকল প্রকারের নৌযান কর্তৃক ইলিশসহ সকল সামুদ্রিক মাছ আহরণ বন্ধ রাখা হয়।

৬.৩ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা মেরিন রিজার্ভ (Marine Reserve) সংরক্ষণঃ

Sustainable Developement Goal-SDG 14.4 অনুযায়ী প্রতিটি দেশের সামুদ্রিক এলাকার ১০ শতাংশ সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। বাংলাদেশ এ পযন্ত মোট ৩৮৮৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা / **Marine Reserve)** হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে।

- ২০০০ খ্রি. সালে ৬৯৮ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা মেরিন রিজার্ভ **(Marine Reserve)** হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তা সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- হাতিয়ার নিঝুম দ্বীপে ৩১৮৮ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে ২০১৯ খ্রি. সালে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা/ **(Marine Reserve)** হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে।

৬.৪ উপকূলীয় এলাকায় মাছের নার্সারী গ্রাউন্ড সংরক্ষণঃ

স্থায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সর্বোচ্চ জোয়ারে ১০ মিটার গভীরতা পযন্ত উপকূলীয় জলসীমায় উপকূলীয় বেহুন্দি জালসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক জাল দ্বারা উপকূলে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং উপকূলীয় জেলা/উপজেলা সমূহে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

৬.৫ বটম ট্রলার সমূহকে মিডওয়াটার ট্রলারে রুপান্তরঃ

বটমপ্রকৃতির ট্রলার সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় পৃথিবীব্যাপী এর ব্যবহার সীমিত করার জন্য জোরারোপ করা হচ্ছে। সমুদ্রের জীববৈচিত্র রক্ষায় বটম ট্রলারকে মিডওয়াটার ট্রলারে রুপান্তর করা হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত মোট ৬৮টি বটম ট্রলারকে মিডওয়াটার ট্রলারে রুপান্তর করা হয়েছে।

৬.৬ সামুদ্রিক মৎস্য আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নঃ

"সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০" মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। এ আইনের অধীন বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। "জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা-২০১৮" এর খসড়া হালনাগাদ করা হয়েছে এবং চূড়ান্তকরণের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া বাণিজ্যিক মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট প্লান: পার্ট-১(ইন্ডাস্ট্রিয়াল)" ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে যা বর্তমানে বাস্তবায়নের অপেক্ষায় আছে।

৭.০ বাংলাদেশের একচ্ছত্র জলসীমায় টুনা এবং টুনা জাতীয় মৎস্য আহরণ কার্যক্রমঃ

Exclusive Economic Zone-EEZ এর বাহিরে Area Beyoynd National Jurisdiction (ABNJ) এর গভীর সমুদ্রে বাণিজ্যিকভাবে টুনা এবং অন্যান্য বৃহৎ পেলাজিক মৎস্য আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১০ টি লং-লাইনার এবং ০৭ টি পার্স সেইনার প্রকৃতির মোট ১৭ টি ফিশিং লাইসেন্সের সম্মতিপত্র মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রদান করা হয়েছে। সম্মতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ভেসেল সংগ্রহের প্রচেষ্টায় আছে।
সরকারি অর্থায়নে গভীর সমুদ্রে "টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্প ২০২০ হতে ২০২৩ মেয়াদে গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিগত ২৪/০৪/২০১৮ খ্রি. তারিখে Indian Ocean Tuna Commission(IOTC) এর পূর্নাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করেছে।

৮.০ বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ভবিষ্যত সম্ভাবনাঃ

মেরিকালচারঃ উপকূলী এবং সমুদ্রে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজাতির চাষ, অপ্রচলিত আইটেম (সী উইড) চাষের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।
গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণঃ বাংলাদেশের গভীর সমুদ্রে লং লাইনার এবং পার্স সেইনার এর মাধ্যমে টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণের সম্ভাবনা রয়েছে।
নতুন মৎস্য আহরণক্ষেত্র প্রাপ্তির সম্ভাবনাঃ বিদ্যমান চারটি মৎস্য আহরণক্ষেত্র (সাউথ পাচেস, সাউথ অব সাউথ পাচেস, মিডল গ্রাউন্ড এবং সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড) ছাড়াও বঙ্গোপসাগরে আরো নতুন নতুন মৎস্য আহরণক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৯.০ সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক সরকারের অনুকূলে রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত তথ্য:

রাজস্ব আদায়ের খাত-

- লাইসেন্স ফি
- বাণিজ্যিক ট্রলারের মৎস্য আহরণ ফি
- জরিমানা আদায়
- নাবিকদের পরিচয় পত্র ফি
- ১টি ট্রলারের ইজারা ফি

টেবিল-৯: সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক রাজস্ব আদায়

ক্রমিক নং	আর্থিক সন	আদায়কৃত রাজস্ব	মন্তব্য
১	২০১৭-১৮	২৮০.২১ লক্ষ টাকা	
২	২০১৮-১৯	২৭৪.৪৯ লক্ষ টাকা	
৩	২০১৯-২০	২৮৩.৪৩ লক্ষ টাকা	
৪	২০২০-২১	২৭৭.০২ লক্ষ টাকা	

১০.০ সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের জনবলঃ

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের মোট মঞ্জুরীকৃত ৮৩টি পদ রয়েছে, তন্মধ্যে ৫৪ টি পদে জনবল রয়েছে। তবে ২৯টি গুরুত্বপূর্ণ পদ শূণ্য রয়েছে।

টেবিল-১০: সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর জনবলের হালনাগাদ বিবরণী (জুন, ২০২১খ্রি. পর্যন্ত)

ক্র:নং	পদের নাম	জাতীয় বেতন স্কেল	মঞ্জরীকৃত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
	(ক) ১মশ্রেণী					
১।	পরিচালক (সামুদ্রিক)	৫৬৫০০-৭৪৪০০	১	১	-	
২।	উপ-পরিচালক	৫০০০০-৭১২০০	১	১	-	
৩।	সহকারী পরিচালক	৩৫৫০০-৬৭০১০	২	১	১	
৪।	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	২২০০০-৫৩০৬০	১	১	-	
৫।	সামুদ্রিক উৎপাদন কর্মকর্তা	২২০০০-৫৩০৬০	১	১	-	
৬।	প্রকৌশলী	২৯০০০-৬৩৪১০	১	-	১	
৭।	মাস্টার ফিশারম্যান	২২০০০-৫৩০৬০	১	১	-	নৌবাহিনী হতে প্রেষণে নিয়োগকৃত
১মশ্রেণী উপমোট=			৮	৬	২	
	(খ) ২য়শ্রেণী					
১।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৬০০০-৩৮৬৪০	১	-	১	
২।	সুপারভাইজার পরিদর্শক	১৬০০০-৩৮৬৪০	১	-	১	
৩।	পরিদর্শক	১৬০০০-৩৮৬৪০	১৩	১১	২	
৪।	১মজাহাজ চালক	১৬০০০-৩৮৬৪০	২	১	১	নৌবাহিনী হতে প্রেষণে নিয়োগকৃত
২য়শ্রেণী উপমোট=			১৭	১২	৫	
	(গ) ৩য়শ্রেণী					
১।	প্রধান সহকারী	১১০০০-২৬৫৯০	১	১	-	
২।	স্টেনোগ্রাফার	১১০০০-২৬৫৯০	১	১	-	
৩।	আর্টিস্ট	১১০০০-২৬৫৯০	১	-	১	
৪।	ক্যাশিয়ার	১০২০০-২৪৬৮০	১	-	১	
৫।	স্টোর কিপার	১০২০০-২৪৬৮০	১	-	১	
৬।	উচ্চমান সহকারী	১০২০০-২৪৬৮০	২	১	২	
৭।	একাউনটেন্ট	১০২০০-২৪৬৮০	১	-	১	
৮।	স্টেনো-টাইপিস্ট	১০২০০-২৪৬৮০	১	-	১	
৯।	মেট	১১০০০-২৬৫৯০	১	-	১	
১০।	রেডিও অপারেটর	১০২০০-২৪৬৮০	১	১	-	
১১।	২য় জাহাজ চালক	১০২০০-২৪৬৮০	২	২	-	
১২।	অফিস সহকারী	৯৩০০-২২৪৯০	৭	৪	৩	
১৩।	ড্রাইভার	৯৩০০-২২৪৯০	৩	৩	-	১ জন মৎস্য অধিদপ্তরে প্রেষণে নিয়োজিত।
৩য় শ্রেণী উপমোট=			২৩	১২	১১	
	(ঘ) ৪র্থ শ্রেণী					
১।	সুকানী	৮৮০০-২১৩১০	৩	-	৩	
২।	মেরিন গার্ড	৮৫০০-২০৫৭০	৭	৬	১	
৩।	সিপাই	৮২৫০-২০৫৭০	৯	৭	২	১ জন সিপাই আরভি মীনসন্ধানী জাহাজে নিয়োজিত।
৪।	কুক	৮২৫০-২০০১০	২	-	২	
৫।	ডেকহ্যান্ড	৮২৫০-২০০১০	৩	৩	-	৩ জন ডেকহ্যান্ড আরভি মীনসন্ধানী জাহাজে নিয়োজিত।
৬।	খালাসী	৮২৫০-২০০১০	২	-	২	
৭।	নিরাপত্তা প্রহরী	৮২৫০-২০০১০	১	১	-	
৮।	অফিস সহায়ক	৮২৫০-২০০১০	৮	৬	২	
৪র্থ শ্রেণী উপমোট =			৩৫	২৩	১২	
সর্বমোট=			৮৩	৫৪	২৯	

১১.০ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সমস্যাবলীঃ

১। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সার্ভেল্যান্স কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকা জুড়ে চেকপোস্ট না থাকা

২। সাগরে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য পেট্রোলিং ভেসেল না থাকা

৩। বিপুল সংখ্যক যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান লাইসেন্সের আওতায় না আসা

৪। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা ব্যতীত বিস্তীর্ণ উপকূল জুড়ে আর কোন জেলায় সামুদ্রিক মৎস্যের ল্যান্ড বেইজড সার্ভে কার্যক্রম না থাকা।

৫। বাণিজ্যিক ট্রলার সম্পর্কিত মামলা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া এবং সে অনুযায়ী আইন বিশেষজ্ঞ না থাকা

৬। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর এর গুরুত্বপূর্ণ পদে জনবল না থাকা

৭। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে কক্ষের অপর্যাপ্ততা

৮। মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্টের নব নির্মিত ভবন সমূহের কক্ষ সমূহে পর্যাপ্ত আসবাবপত্র ও ফার্ণিচার না থাকা

৯। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ রক্ষায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য একটি মাত্র ক্যারীবয় পিকআপ গাড়ী থাকলেও সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের এক (০১) জন পরিচালক, এক (০১) জন উপপরিচালক এর জন্য বর্তমানে কোন যানবাহন সুবিধা নেই।

১২.০ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সুপারিশ সমূহঃ

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করার নিমিত্ত নিম্নরূপ সুপারিশ করা হলোঃ

১। সমুদ্র উপকূলীয় জেলা উপজেলার বিপুল সংখ্যক মৎস্য নৌযান এর ক্যাটাগরি ভিত্তিক তালিকা করা ও লাইসেন্সিং এর আওতায় আনা।

২। উপকূল জুড়ে তদারকি কার্যক্রম জোরদার করণের লক্ষ্যে দ্রুত চেকপোস্ট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া এবং পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ দেয়া

৩। যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান ও বাণিজ্যিক ট্রলার সমূহে দ্রুত VMS ও AIS স্থাপনের ব্যবস্থা করা

৪। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জলযান ও স্থলযানের সংস্থান করা।

৫। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় রাজস্ব খাতের ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত সকল কার্যক্রম সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের সমন্বয়ে পরিচালনা করা।

৬। সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরের জন্য আলাদা লিগ্যাল শাখা চালু ও জরুরীভাবে আইনজ্ঞ নিয়োগ দেয়া।

৭। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর এর শুন্যপদ সমূহে দ্রুত জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহন করা।

৮। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের জন্য যানবাহনের দ্রুত সংস্থান করা।

/১০/২০২১

(মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন)
সহকারী পরিচালক
সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।